একক ২(ক) ❑ রাশিয়াতে সংস্কারকার্য

গঠন

২(ক).১ উদ্দেশ্য

২(ক).২ প্রস্তাবনা

২(ক).৩ প্রারম্ভিক কথা

২(ক).৪ মৌল সমস্যা রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা

২(ক).৪.১ সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা

২(ক).৫ সংস্কারের কারণ

২(ক).৬ প্রথমে পর্বের রাজনৈতিক সংগঠন

২(ক).৭ ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন (১৮২৫)

২(ক).৮ প্রথম নিকোলাস

২(ক).৯ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের শিক্ষা : সংস্কারের প্রত্যক্ষ কারণ

২(ক).১০ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার : সংস্কারের সূচনা

২(ক).১১ ভূমিদাসদের মুক্তি

২(ক).১২ ভূমিদাসত্ব বিলোপ হল কেন

২(ক).১৩ ভূমিদাসত্ব বিলোপের ফলাফল

২(ক).১৪ অন্যান্য সংস্কার

২(ক).১৫ সারাংশ

২(ক).১৬ অনুশীলনী

২(ক).১৭ গ্রন্থপঞ্জী

২(ক).১ উদ্দেশ্য

সভ্যতার চলার পথে কখনো কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে অনেক দিনের একটি চলমান ব্যবস্থা দিনের পর দিন অপরিবর্তিত থেকে প্রগতির পথকে রুদ্ধ করে। কালের নিয়মে যুগের সঙ্গে তাব রেখে সমাজকে তাই বদলাতে হয়। এই বদলানোর কাজকেই ঐতিহাসিকরা বলেন সংস্কারের কাজ। রাশিয়াতেও উনিশ শতকে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের পরপারে এসেও এ কাজ থামেনি। অপরিণত সংস্কারের দীর্ঘসূত্রিতা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৭ সালে বিপ্লব এসে উল্টেপাল্টে দিয়েছিল রুশ

সমাজকে। রাশিয়া নতুন করে জেগে উঠেছিল। রুশ সংস্কারের কথা রাশিয়ার এই জেগে ওঠার প্রথম পর্বের কথা। আমরা তা-ই এখানে পাঠ করব। এই পাঠের উদ্দেশ্য হল ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে একটি জাতির জেগে ওঠার ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম মুহূর্তগুলিকে বোঝা, আহরণ করা সেই আখ্যানকে অনেক দূর থেকেও স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া যায়। অনেক সময়ে আপাতভাবে অনেক সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠানকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু আড়ালে হয়তো তার পরিবর্তনের আকুলতা ঘনীভূত হয়। কখনো হয়তো হয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে, কখনো বা হয় সামাজিক মানবিক কারণে। কখনো রাষ্ট্র তা বুঝতে পেরে নিজেই এগিয়ে আসে সংস্কারের কাজে, কখনো রাষ্ট্রের অন্ধত্ব সমাজকে বাধ্য করে নিজের মুক্তির অনিরুদ্ধ পথে তার সঙ্কল্পবদ্ধ উচ্ছ্বাসকে পরিচালিত করতে। রাশিয়াতে রাষ্ট্র সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিল উনিশ শতকে। কিন্তু সে কাজ অপরিণত থাকায় বিপ্লব সেখানে আসন্ন হয়ে উঠেছিল বিশ শতকে। সংস্কারের নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলা যে কার্য কারণ সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ তার সীমা কোথায় তা বোঝা যায় রাশিয়ার এই সংস্কার পর্বের ইতিহাস পড়লে। অতএব বর্তমান পাঠের উদ্দেশ্য হল ইতিহাসের অন্তর্লীন শক্তিকে তার নিজস্ব যুক্তি শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে বোঝা—একথা বোঝা যে ইতিহাস কোন পর্বেই নিথর নয়, যুক্তি অযুক্তির দ্বন্দ্বময় ভারসাম্যকে নিজের ভেতরে বহন করে সে নিঃসীম প্রগতির এক লক্ষ্য থেকে অন্য লক্ষ্যে সতত চলমান। সমাজ সংস্কার এই চলমানতারই বহিঃপ্রকাশ।

২(ক).২ প্রস্তাবনা

সমাজ সংস্কারের কাজ যে কোন রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা আইনগত নানা সংস্কার কার্য রাষ্ট্র করে থাকে যার ফলে সমাজ বদলায়। সার্বিকভাবে তাই আমরা মানুষের পরিকল্পিত পরিবর্তনের কর্মসূচিকে সংস্কারকার্য বলে থাকি। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এবং তার পরে নেপোলিয়নের শাসনকালে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে সুদূরপ্রসারী সংস্কার হয়েছিল। ইংল্যান্ডে টিউডর যুগের এবং আরও পরে উনিশ শতকের বিভিন্ন সংস্কার তো বিখ্যাত। জার্মানিতে বিসমার্কের সময়ে নানা সংস্কারের কাজে রাষ্ট্র হাত দিয়েছিল সমাজের নানা বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য। উনিশ শতকে জাপানের **'মেইজি সংস্কার'** এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চিনের **'শতদিনের সংস্কার'** ইতিহাস-বিখ্যাত। ভারতবর্ষে উনিশ শতকে বিশেষ করে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ও লর্ড ডালহৌসির রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ে নানা ধরনের সমাজ সংস্কার হয়েছিল। ইংল্যান্ডে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হয়েছিল ১৮৩৩ সালে, আমেরিকায় ১৮৬৩ সালে। এগুলি সবই সমাজ সংস্কার। এরকম সমাজসংস্কার রাশিয়াতে হয়েছিল উনিশ ও বিশ শতকে। সমাজসংস্কারের লক্ষ্য হয় বন্ধন থেকে মুক্তি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতা আনয়ন এবং উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে উদ্যোক্তা হতে পারে রাষ্ট্র বা সমাজ, ব্যক্তি মানুষ বা যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠী। সচরাচর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন সমাজসংস্কারের কাজকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। রাষ্ট্রশক্তি সমাজ ব্যবস্থার অভিভাবক হিসাবে কাজ করে বলে রাষ্ট্রশক্তি যদি সহায়ক না হয় তা হলে সমাজসংস্কারের কাজে বিঘ্ন ঘটে। তবে ইতিহাসে প্রকৃত শক্তির অধিকারী হল আম-জনতা। সমস্ত সাধারণ মানুষ যাদের সম্মিলিত সাধারণ ইচ্ছাশক্তিকে ফরাসী দার্শনিক রুশো **'জেনারেল উইল'** (General Will) বলে উল্লেখ করেছেন, তাকে ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। যখন সংস্কারকার্য এই 'জেনারেল উইল' বা সব মানুষের সার্বিক ইচ্ছার থেকে উদ্ভূত হয় তখন সংস্কারকার্য হয় সার্থক ও সুদূরপ্রসারী। টিউডর

যুগে ইংল্যান্ডে রাজা অষ্টম হেনরি জনপ্রতিনিধিমণ্ডলী পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রিক সংস্কারকার্যে হাত দিয়েছিলেন। অতএব তার প্রভাব রাষ্ট্রজীবনে গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকে রাশিয়ার জারতন্ত্র থেকে যে সংস্কারকার্য শুরু হয়েছিল তা স্বৈরাচারের পরিকাঠামোর ভেতর থেকে ঘোষিত সংস্কার। তাই তার প্রভাব সমস্ত অর্থেই মঙ্গলজনক ছিলনা। শেষপর্যন্ত রাশিয়াতে **নিহিলিজম্** (Nihilism) নামে এক সংহার-দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার ধ্বংস। অটোম্যান সাম্রাজ্য উনিশ শতকে যখন **তানজিমৎ** (Tanzimat) নামে একগুচ্ছ সংস্কার চালু করা হয়েছিল তখন তা তুরস্কের সুলতানের পরম্পরাগত ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই শেষপর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য দরকার হয়েছিল একটি বিপ্লব—১৯০৮ সালের তরুণ তুর্কী-বিপ্লব (*Young Turk Revolution of 1908*)।

২(ক).৩ প্রারম্ভিক কথা

উনিশ শতকের শুরুতে রাশিয়া ছিল একটি অনগ্রসর দেশ। কোনভাবেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সমকক্ষ সে ছিল না। বহুকাল ধরে বারবার তাতার আক্রমণ (Tartar invasions) রাশিয়ার সমাজে নানা বর্বরতার আধিক্য ঘটিয়েছে। রাশিয়ার প্রগতি তাতে ব্যাহত হয়েছে। মধ্যযুগীয় অন্ধকার রাশিয়ার মধ্যে আধুনিকতার আলো প্রবেশ করতে দেয়নি। **পিটার দ্য গ্রেট-ই** (*Peter the Great*) ছিলেন রাশিয়ার প্রথম জার (Czar) যিনি রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের অভিমুখী করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮২ থেকে ১৭২৫ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল রাশিয়াকে পশ্চিমী সংস্কৃতির সমকক্ষতা দান করা, তাকে আধুনিক করে তোলা। মধ্যযুগীয় রাশিয়াতে পশ্চিমের বাতায়ন খুলে দেওয়াটা সহজ ছিল না। সেই দুরূহ কাজটি তিনি করেছিলেন। সেই জন্যে অনেক পুরানো দিনের এক ঐতিহাসিক **ডি. এম. কেটেলবি** *(D. M. Ketelbey–A History of Modern Times : From 1789 to the Present Day)* বলেছিলেন যে "পাশ্চাত্য শক্তি হিসাবে রাশিয়া হচ্ছে সেই উদ্যমী বর্বর মহান পিটারের সৃষ্টি" (Russia, the creation, as a Western Power, of that enterprising barbarian, Peter the Great..") দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মৃত্যুর ৩৮ বছর পরে রাশিয়াতে এসেছিলেন একজন মহিলা শাসক। একজন জারিনা (Czarina)—**ক্যাথরিন দ্য গ্রেট** (*Catharine the Great*)। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬২ থেকে ১৭৯৬। ইউরোপে তখন **প্রজ্ঞানের যুগ** (Age of Enlightenment)। অস্ট্রিয়াতে **মারিয়া টেরেসা** (Maria Theresa), **দ্বিতীয় যোসেফ** (Joseph II), প্রাশিয়াতে **ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট** (Frederick the Great) ইত্যাদি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা প্রজামঙ্গালের নানা পরিকল্পনা ও সংস্কারকার্য করছিলেন। সেই ধারার অনুসারী হয়ে ক্যাথারিন দ্য গ্রেট ইউরোপের দার্শনিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে কিছু প্রজাকল্যাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি একটি বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে রাশিয়ার মহিমা গরিমা অর্জন করেছিলেন, তাকে একটি পাশ্চাত্য শক্তির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং বৈদেশিক রাজনীতিতে রাশিয়ার শক্তিকে কায়েম করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অন্তর্দেশীয় সমস্যা মূলকে স্পর্শ গঠনতন্ত্রকে সংস্কার করতে পারেননি। এটি ঐতিহাসিক লিপসনের মত, তাকে এখানে উদ্ধৃত করা হল—"Catharine the Great (1762-1796) enhanced the European status of her kingdom and made it a factor of the greatest weight in foreign politics, but she did not attempt to grapple with the

really vital problems of internal reconstructions" (E. Lipson–Europe in the 19th & 20th Centuries)

ঐতিহাসিক লিপসন যাকে "অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রকৃত মৌল সমস্যা" বলেছেন তার দিকে দীর্ঘকাল কোন শাসকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। উনিশ শতকে যখন জার **দ্বিতীয় আলেকজান্ডার** (Alexander II) **ভূমিদাস প্রথা** (Serfdom) বিলোপ করলেন তখন এই অভ্যন্তরীণ মৌল সমস্যার কিঞ্চিৎ নিরসন হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাশিয়াতে কখনো অনুপস্থিত ছিল না। পিটার দ্য গ্রেট পশ্চিমের জানালা খুলে দেওয়ার পর থেকে পাশ্চাত্যের সাংবিধানিকতার হাওয়া রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। উদারনীতির প্রজ্ঞা সমাজের নানা স্তরের মানুষের মানসলোকে নতুন আলোর সঞ্চার করেছিল উন্মীলিত হচ্ছিল তাদের চোখ, উদ্বেলিত হচ্ছিল তাদের মন। পরিবর্তন-বিমুখ রাষ্ট্র পরিবর্তনকামী সমাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। একেই ঐতিহাসিক লিপসন (Lipson) বলেছেন—"...gradual awakening of all the best elements in Russian society to the overwhelming need for the social and political regeneration of this century:—"দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নবসৃজনের দুর্বার চাহিদার প্রতি রুশ সমাজের সর্বোত্তম উপাদানগুলির ক্রমান্বয়ে জেগে ওঠা।" এই জাগরণের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। মনের চৈতন্যে যখন পরিবর্তনের আবেগ সৃষ্টি হয় তখন সম্ভাবনা দেখা দেয় বিস্ফোরণের। সারা উনিশ শতক ধরে রুশ সমাজে এইরকম বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে দমনের চেষ্টা করেছে স্বৈরাচরী জারতন্ত্র। তাই সেখানে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রগতির লড়াই চলেছিল অবিরাম। রাশিয়াতে সংস্কারকার্য এই লড়াইয়ের অন্তর্লীন ধারার সঙ্গে যুক্ত নিরন্তর প্রাসঙ্গিক ঘটনা যাকে প্রগতির পক্ষে জয় ও স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়ার পক্ষে বেদনার্ত আত্মসর্মনের নিদর্শন বলে ঐতিহাসিকরা ধরে নিয়ে থাকেন।

২(ক).৪ মৌল সমস্যা

১. রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা :

রাশিয়াতে দু ধরনের সমস্যা মৌল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল—এক, রাষ্ট্রের পরিকাঠামো-সংক্রান্ত সমস্যা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল জনমিশ্রণের (Population-mix) সমস্যা এবং দুই, সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ভূমিদাসপ্রথা সংক্রান্ত সমস্যা।

রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে একটা বৈপরীত্য ছিল। রাশিয়া ছিল একদিকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। কিন্তু এক এশীয় শক্তি হিসাবে সে ছিল আরও বড়। নেপোলিয়নের পতনের সময় থেকে রাশিয়ার ছিল এই ভৌগোলিক অবস্থা। মহান পিটারের সময় থেকে রাশিয়া প্রতীচ্যের ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছিল। একটি পাশ্চাত্য শক্তিরূপে নিজেকে গড়ে তোলার অনন্ত সম্ভাবনাকে সে নিজের মধ্যে সংহত করেছিল। একটি পাশ্চাত্য শক্তিরূপে নিজেকে গড়ে তোলার অনন্ত সম্ভাবনাকে সে নিজের মধ্যে সংহত করেছিল একটু একটু করে। অথচ এশীয় সাম্রাজ্য হিসাবে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার অগ্রগতিকে ব্যহত করছিল। জার্মান সংযুক্ত রাজ্য থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রাশিয়া বিস্তৃত ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়ে (১৮১৫) রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৪৫,০০০,০০০। শুধু ইউরোপে বিস্তৃত ছিল রাশিয়ার ২,০০০,০০০ বর্গমাইল ভূ-খণ্ড। নানা জাতির মানুষ এখানে বসবাস করত। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল স্ল্যাভ জাতির মানুষ (Slavs) নানাজাতির

মানুষ এখানে নানা ধর্ম পালন করত। কিন্তু জার ও তার রাজসভার ধর্ম ছিল **গ্রীক সনাতন খ্রিস্টধর্ম** (*Greek Orthodox Christianity*)। দেশের সমস্ত অধিবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ এই ধর্মই পালন করত। এত বিচিত্র জাতি, এত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মুখের ভাষাও ছিল নানা ধরনের। তবে রুশ ভাষাই ছিল দেশের প্রধান ভাষা। রুশরা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ছোট বড় রাজ্য দখল করে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের পদানত করেছিল। ইউরোপের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য এবং পূর্ব-ইউরোপ ও এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে তুর্কীদের অটোম্যান সাম্রাজ্য ছিল এইরকম। আঠারো শতকে তিনবার পোল্যান্ডকে ভাগ করে অস্ট্রিয়া, এশিয়া ও রাশিয়া তাকে গ্রাস করেছিল তাতে রাশিয়ার সমস্যাই বেড়েছিল। এখানে মানুষ অন্য ভাষায় কথা বলত যে ভাষার নাম পোলিশ ভাষা। তারা অন্য ধর্মপালন করত যা হল রোম্যান ক্যাথেলিক খ্রিস্টধর্ম। বাল্টিক প্রদেশগুলিতে (Baltic provinces), এসথোনিয়া (Esthonia) লিভোনিয়া (Livonia) এবং কুরল্যান্ড (Cournand) ইত্যাদি অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর মানুষরা ছিল জার্মান-সম্ভূত এবং তারা জার্মান ভাষায় কথা বলত। অথচ সেখানকার কৃষক ও সাধারণ মানুষেরা **ফিন** (Finns) এবং **লিথুয়ানিও** (Lithunians)। তারা তাদের ভাষায় কথা বলত, জার্মান ভাষায় নয়। এসব অঞ্চলের মানুষ ছিল লুথারপন্থী (Lutherans)—ধর্মবিশ্বাসেও ভিন্ন। ১৮০৯ সালে, অর্থাৎ প্রায় সাম্প্রতিক কালে, সুইডেনের কাছ থেকে ফিন্‌ল্যান্ডকে (Finland) কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেকানে মানুষ **সুইডিস** (Swedish) এবং **ফিন** (Finnish) এই দুইভাষায় কথা বলত। তাদের ধর্মও ছিল লুথেরান। এদিকে দক্ষিণে ও পূর্বে রাশিয়ার অসংখ্য মানুষ ছিল এশিযার মানুষ, একেবারেই প্রাচ্য জাতি সম্ভূত। তাদের এই এশীয় উদ্ভব (Asiatic origin) তাদের প্রতীচ্য-সম্ভূত (Western Origin) মানুষদের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। তাছাড়া তাদের ধর্ম ছিল ইসলাম। নিজেদের মুসলমান বলে তারা ভিন্ন ধরনের শ্লাঘা অনুভব করত। এই সমস্ত মানুষদের পাশাপাশি করত বিপুল সংখ্যক ইহুদিরা যাদের মধ্যেও নানা শাখা ছিল, যারা নিজেদের সত্তাকে কোনদিন বিসর্জন দেননি।

প্রান্তলিপি

জার্মান সংযুক্তরাজ্য : নেপোলিয়নের আগে জার্মানিতে ছোট বড় প্রায় ৩০০টি পৃথক অঙ্গারাজ্য ছিল। এদের ছিল পরস্পর বিরোধী বিচিত্র সার্বভৌমত্ব। নেপোলিয়ন এই সব ছোট ছোট রাজ্যের সংখ্যা কমিয়ে এনে পঞ্চাশ করিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের পর ভিয়েনা সম্মেলন এদের সংখ্যা আরও কমিয়ে করেছিল ৩৮টি। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জার্মান অংশকেও একই সময়ে কেটে আলাদা করা হল। এই তিনটি জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হল জার্মান সংযুক্তরাজ্য। সংযুক্ত রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় সংসদ ছিল। তাকে বলা হত ডায়েট। প্রত্যেক রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সংসদ গঠিত হত। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সংসদের ক্ষমতাকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। এর ফলে সংসদের অবাধ সার্বভৌমত্ব কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংযুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত অঙ্গ রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য কখনো সম্পূর্ণভাবে মুছে লুপ্ত হয়নি।

এই সমস্ত বিচিত্র ধর্মীয়, ভাষাভাষী মানব গোষ্ঠীকে একত্রে থাকতে বাধ্য করেছিল রুশ সাম্রাজ্য, রুশ স্বৈরাচারী শাসক জার (czar) যিনি চরম, পরম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যের ভেতরে এক জাতি গোষ্ঠীর সাথে অন্যজাতি গোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য সবকিছু নিয়েই দ্বন্দ্ব চলছিল। স্বৈরাচারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা ছিল প্রায় সকলেরই লক্ষ্য। ফলে সাম্রাজ্যের আপাত স্থৈর্যের নেপথ্যে চাঞ্চল্য ও পরিবর্তন সবসময়েই বিরাজ করত। এই বিক্ষোভকে স্তব্ধ করার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন ছিল।

২(ক).৪.১ সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা

১৮১৫ সালে যখন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল তখন রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল রুশ কৃষকদের ভূমিসংক্রান্ত দাসত্বের বন্ধন (bondage)। ১৮৬১ সালে যখন ভৌম দাসত্বের বন্ধন থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হল তখন সমস্ত রাশিয়াতে সার্ফ (Serf) বা ভূমিদাসদের সংখ্যা

ছিল চার কোটি পঁচানব্বই লক্ষ [পাশ্চাত্য হিসাবে ৪৯ $\frac{৩}{৩}$ মিলিয়ন। ১০০০ হাজারে এক মিলিয়ন]। এর মধ্যে দুই কোটি তিরিশ লক্ষ ছিল একান্ত ভাবে জার নিয়ন্ত্রিত খাস ভূমিদাস। অবশিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক ছিল চার্চের ভূমিদাস এবং আর অর্ধেক ছিল অসংখ্য সামন্ত-প্রভুদের ভূমিদাস। জারের জমিতে যে ভূমিদাসরা ছিল তাদের অবস্থা ব্যক্তি মালিকানার অধীনস্থ ভূমিদাসদের থেকে অনেক বেশি সহনীয় ছিল। জারের ভূমিদাসের সংঘবদ্ধ গ্রাম সমাজে (Village Communities) রাখা হত। তাকে বলা হত মির (Mir)। এইভাবে যূথবদ্ধ কৃষক-দাসেরা কিছু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। সেখানে বর্ষীয়ান মানুষদের একটি সভা ছিল, আর ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ (Elected council)। নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ তাদের পঙ্গু করে রেখেছিল। তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না, সম্পত্তি ক্রয় এবং নিজেদের সামগ্রী বিক্রয় করার উপরও ছিল ছোটবড় নানা নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে তিনটি জিনিস—অবৈধ করের বোঝা (illegal taxes), বাধ্যতামূলক ঘুষ (extortion of bribes) এবং বাধ্যতামূলক বেগার (Exaction of forced labour)। অনেকরকম শোষণ ও শাসনের সাথে এই তিন অবৈধ করের বোঝা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং ভূমিদাসদের রোষ দেশব্যাপী পুঞ্জীভূত অগ্ন্যুৎপাতের রূপ নিচ্ছিল। রাজতন্ত্রের অধীনস্থ ভূমিদাসদের অবস্থা যদি এতটা শোচনীয় হয় তবে ব্যক্তি মালিকানার পদতলে পিষ্ট ভূমিদাসদের অবস্থা কতটা করুণ ছিল সহজেই বোঝা যায়। ১৮২৬ সালে রাশিয়ার এক দেশব্রতী মানুষ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে রাশিয়ার ব্যক্তি মালিকদের অধীনে ভূমিদাসদের থেকে মার্কিন বাগিচার নিগ্রোরা অনেক সুখে আছে ("The negraes on the American plantations were happier than the Russian private serfs")। বেসরকারি ভূমিদাস মালিকরা সাধারণভাবে দরিদ্র, হতমান মানুষ ছিল। তাদের অতীত বৈভব নিঃশেষিত হয়েছিল, আর নিজেদের স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে না আসতে পারার জন্য তাদের দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়ছিল। সারা দেশব্যাপী এই দেউলিয়া অভিজাতরা নিজেদের ক্ষীয়মাণ আয় বাড়ানোর জন্য নানা পথ অবলম্বন করত, আর সব পথই ছিল ভূমিদাসদের স্বার্থবিরোধী। তাদের নিজেদের সম্পত্তি ধরে নিয়ে ভূস্বামীরা যখন তখন তাদের পণ্যসামগ্রীর মতো ক্রয়-বিক্রয় করত, কখনো একই ভূমিদাস পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে ভিন্ন মালিকদের কাছে বিক্রয় করা হত। এইভাবে এক ভূমিদাস পরিবারের কর্মক্ষম মানুষ কমে গেলেও অবশিষ্ট মানুষদের চাবুক মেরে, জুলুম করে, জবরদস্ত ভাবে বেগার খাটিয়ে ভূস্বামীরা সমস্ত কাজ আদায় করে নিত। তারা ভূমিদাস সংক্রান্ত রাশিয়ায় প্রচলিত একটি আইনের সুযোগ নিত। সেই আইনে বলা হয়েছিল "মালিকরা ভূমিদাসদের উপর যে কোন রকম শ্রমের দায়িত্ব চাপাতে পারবে, তাদের কাছ থেকে তাদের দেয় যে কোন অর্থ নিতে পারবে এবং তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সেবা আদায় করতে পারবে" (The Russian Law of Serfage : "the proprietor may impose on his serfs every kind of labour, may take from them money dues, and demand from them personal service")। প্রয়োজন হলে ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের উপরে অঙ্গচ্ছেদের শাস্তি আরোপ করতে পারত এবং আরও নির্মম হয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। আর ভূস্বামীদের নির্মম হতে সময় লাগত না। যখন কোনভাবে কোন বলিষ্ঠ, ভূমিদাসকে তারা শাসন করতে পারত না তখন তাদের সেনাবৃত্তি গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হত, অথবা সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। এইরকম কষ্ট সহ্য করে রাশিয়ার ভূমিদাসরা তাদের রুগ্ন জীবন ও শীর্ণ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল যুগযুগ ধরে। এর থেকে পরিত্রাণের আশা তাদের ছিল না।

রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় সবথেকে বড় অসঙ্গতি হল সেখানে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী (middle class) ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থাকলে তারা হয়তো প্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যে একটি ব্যাপার বা সংঘাত প্রশাসক

হিসাবে কাজ করতে পারত। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সফল হয়েছিল তার একটি বড় কারণ ফ্রান্সে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল যারা ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক দুর্দশা ছিল কিন্তু অন্য দেশেও দুর্দশা ছিল তার থেকে বেশি। কিন্তু সে সব দেশে বিপ্লব দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছিল ফ্রান্সে—কারণ সম্ভবত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি। রাশিয়াতে এরকম কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব কখনো হয়নি যারা উদারনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। আবার কৃষকরা এতই অজ্ঞ ও নিপীড়িত ছিল যে তাদের মধ্য থেকে কোন নেতৃত্বের জন্ম হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়াতে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ছিল। সমাজ নানাভাবে ভেঙে যাচ্ছিল, সেখানে সমাজের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল এবং সেই ক্ষোভের বারুদে আগুন লাগার আগেই জারতন্ত্র সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিল।

২(ক).৫ সংস্কারের কারণ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রাশিয়ার ইতিহাস পড়লে সংস্কারের কর্মসূচি গ্রহণের কোন কারণ পাওয়া যাবে না। ১৮৫০ এবং ১৮৭০-এর মাঝে পূর্ব ইউরোপের দুটি বড় বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য (dynastic empires)—রুশ সাম্রাজ্য ও অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য—আপাতভাবে সুস্থিত ছিল। এই দুই সাম্রাজ্যে কোথাও শিল্প-বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায়নি। অবশ্য দুটি দেশেই রেলব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দু দেশেই বহির্বাণিজ্য পাশ্চাত্যমুখী ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই দুই দেশেই এই সময়ের মধ্যে তাদের পূর্বের রাজ্যকে ধরে রাখতে পেরেছিল। তাদের নিজস্ব অংশ তারা যেমন হারায়নি সেই রকম কোন নতুন ভূখণ্ডও তারা এই সময়ে অধিকার করতে পারেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৪-৫৬) পর এই দুই দেশ বেশ কিছুদিন ইউরোপীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ডেভিড টমসন (David Thompson) লিখেছেন, দেশের ভেতরে এক বিরাট সমাজ পরিবর্তন হয়েছিল যার সাথে তাল রেখে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়ার সাথে পাশ্চাত্য দেশগুলির তফাত ছিল এই যে পশ্চিম ইউরোপে সমাজ পরিবর্তন হয়েছিল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে, কিন্তু রাশিয়াতে সে পরিবর্তন হয়েছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, আইনের ফলে। পশ্চিমে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের নবরূপায়ণ হয়েছিল, রাশিয়াতে তা হয়নি ["They differed from the western nations in that the greatest social changes were effected not by economic processes but by legislative action, and from the central European nations in that no overhaul of this governmental systems accompanied such changes"—David Thompson]। এর ফল যা হবার তাই হয়েছিল—রাজনীতি সমাজ পরিবর্তনের মূল সুরের সাথে একাত্ম হতে পারেনি আর এর থেকেই বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল "[Politics well, in consequence, harshly out of tune with social life. This created, as always, a revolutionary situation"—David Thompson)।

পরিবর্তনশীল সমাজবোধের সাথে রক্ষণশীল সমাজকাঠামোর সঙ্গতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই রাজনীতিও রূপান্তরিত হয়েছিল অসার বিধানে। সমাজের অভিজাত শ্রেণী (Nobility) ক্রমশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছিল কারণ সমসাময়িক প্রাশিয়ার অনুরূপ রাশিয়াতেও কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র সমস্ত ক্ষমতা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা আত্মসাৎ করেছিল। নেপোলিয়ানের পতনের সময় থেকে দেশের ভেতরে

অভিজাত আর আমলাতন্ত্রে পারস্পরিক শত্রুতা সমাজে ও রাজনীতিতে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। একেই তো দেশের আমলাতন্ত্র সমস্ত প্রশাসনিক পদগুলি দখল করে বসেছিল যার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অভিজাত শ্রেণী হটে যাচ্ছিল আবার তার উপর জার্মান বংশজাত মানুষদেরই একচেটিয়া প্রশাসনিক পদ দেওয়া হচ্ছিল যার ফলে সামন্তপ্রভুরা শাসনক্ষমতা থাকার প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে শুরু করেছিল। এর পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ—কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র (Centralized bureaucray) ও অভিজাত শ্রেণীর (nobility) মধ্যে একটি আপোষহীন দ্বন্দ্বে সমস্ত রুশ সমাজের মেরুকরণ ঘটেছিল। অভিজাতশ্রেণী বাহ্যিকভাবে রাজতন্ত্রের কাছে আনুগত্য জানালেও ভেতরে ভেতরে তারা সরকারের পরিবর্তন চাইছিল। এইরকম যখন পরিস্থিতি তখন দেশের সাময়িক কর্মচারীরা ধীরে ধীরে দেশে ফিরতে লাগলেন। তারা অনেকদিন দেশের বাইরে নানা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বাইরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional monarchy) দেশে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকে ফ্রান্সে থেকে ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের উদারনৈতিকতাকে প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন করে মার্কিন বিপ্লবের (American Revolution) অভিজ্ঞতা নিয়ে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক খনন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সেই ভাবে ফ্রান্সের উদার ভাবধারার পাশে রাশিয়ার অর্ধদাস শ্রেণীর সংস্কারকর্মে অনীহা, স্বয়ম্ভর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (of free institution) অভাব এবং কেন্দ্রীভূত আমলাদের (Centralized bureaucracy) ক্ষমতা দখল ইত্যাদি উদারনৈতিক কর্মসূচির পাতায় বাধা বিপত্তিকে তুলে ধরেছিল। বিদেশ প্রত্যাগত সাময়িক কর্মচারীদের অধিকাংশ ছিল রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। ফলে তাদের ক্ষোভ এইবার গোপনে বিদ্রোহের আকার নিতে শুরু করল। কর্নেল পল পেস্টেল (Colonel Paul Pestel) নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "তখন সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও বিপ্লবের আদর্শ আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। তখন অবশ্য দ্বিতীয়টি দুর্বল ও অস্বচ্ছ ছিল, কিন্তু ক্রমেই তা শক্তিশালী ও স্পষ্ট হল...সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আমার উত্তরণ ঘটল" ("The ideas of constitutional monarchy and ideas of revolution then began to spring up in me; as yet the latter were still weak and absure, but gradually they became stronger and more distinct....From ideas of constitutional monarchy I passed to republicion ideas.")। অভিজাতশ্রেণীর এই ক্ষোভকে শাণিত করার জন্য দরকার ছিল হাতিয়ার, তাদের ক্ষোভকে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু মাধ্যম। তাদের চোখের সামনে আদর্শ ছিল দক্ষিণ ইউরোপের দুই গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন—ইটালির **কার্বোনারি** (*Carbonari*) এবং গ্রীসের **হিটোইরিয়া** (*Hetairia*)। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে এই দুটি ছাড়া আর কোন গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠন ছিল না। অতএব এই ভাবনাধারায় রাশিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারা দানা বাঁধতে লাগল।

২(ক).৬ প্রথম পর্বের রাজনৈতিক সংগঠন

রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা রাশিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। অবশেষে ১৮১৮ সালে তা সফল হল। একটি সংগঠন তৈরি হল যার নাম **জনকল্যাণ সম্মিলন** বা Union of Public Good। তিন বছর বাদে এই সংগঠন ভেঙে দুটি স্বতন্ত্র সংগঠন হল—**উত্তরের সমাজ** বা *Society of the North* এবং **দক্ষিণের সমাজ** বা *Society of the South* প্রথমটির সদস্যরা আসত উত্তরে পেট্রোগ্রাডে (Petrograd) অবস্থিত সৈন্যবাহিনী থেকে। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্ত্র। কিছুদিনের মধ্যে একটি তৃতীয় সংগঠনের আবির্ভাব ঘটল যার নাম **সংযুক্ত স্ল্যাভ** বা United Slav। এই সংগঠনটি অবশ্য অল্পদিনের মধ্যে দক্ষিণের সমাজ-এর সাথে মিশে

যায়। সংযুক্ত স্ল্যাভ সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত স্ল্যাভ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু এই সংগঠনগুলির কোন পূর্বসূরি ছিল না এবং তাদের কোন উত্তরাধিকারীও গড়ে ওঠেনি। তাই একজন সমকালীন লেখক এই সংগঠনগুলিকে "পিতাহীন পুত্রহীন প্রজন্ম" ("a generation without fathers and sons") বলে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে সমস্ত পুরোগামী (pioneers) সংগঠনের যা অবস্থা হয় এদেরও তাই হয়েছিল—এরা যুগের আগে হাঁটছিল। তারা প্রেরণা পেয়েছিল পাশ্চাত্যের স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ থেকে যা তাদের দেশের লোক পায়নি। কায়মনোবাক্যে তারা চাইছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ তখনো জেগে ওঠেনি। তারা চাইছিল দেশের শাসন যন্ত্রের অমূল পরিবর্তন যার সম্বন্ধে মানুষের বোধ তখনও জন্মায়নি। এক কথায় মুষ্টিমেয় দেশব্রতী (patriot) মানুষ যুগচেতনার পূর্ণ উন্মীলনের আগেই অন্ধকারের পরপার থেকে প্রত্যুষের স্বপ্নকে বয়ে আনার চেষ্টা করছিল। ফলে পরিণতিতে তাদের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত ছিল। তারা রেখে গিয়েছিল স্মৃতি, আত্মত্যাগের স্মৃতি, অমর দেশপ্রেমের স্মৃতি আর রেখে গিয়েছিল পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তার অসমাপ্ত কর্মসূচি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বেল করেছিল।

২(ক).৭ ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন (১৮২৫)

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (Alexander I) পরলোক গমন করেন। তারপর জার Czar) হওয়ার কথা ছিল তাঁর পরের ভাই কনস্ট্যানটাইন-এর। কিন্তু তাঁকে প্রয়াত জার নিজের উত্তরাধিকারী না করে দুজনেরই অনুজ নিকোলাসকে (Nicholas I) জারতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্থির করে গিয়েছিলেন। কনস্ট্যানটাইনকে বুঝিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে কিছুটা সময় ব্যয়িত হয়েছিল। এই সময়ে বিপ্লবীরা নিজেদের অনেকটা সংহত করে নেয়। উত্তরাধিকারে অনিশ্চয়তা থাকার ফলে সমাজে ও জারতন্ত্রের চারপাশে যে সব বিক্ষুব্ধ মানুষ ছিল তারা সরব হওয়ার সময় পেল। গোপন সংগঠনগুলি এই সুযোগ নিয়ে ১৮২৫-এর ২৬ ডিসেম্বর পেট্রোগ্রাডে (Petrograd) একটি অভ্যুত্থান ঘটাল। সেখানে মস্কো-বাহিনী (Moscow regiment) তাদের অফিসারদের প্ররোচনায় নতুন সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করল। এই অভ্যুত্থান আর কোন স্থানে বিস্তারলাভ করল না। এটি হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণভাবে একটি সামরিক বিদ্রোহ যা মাত্র একটি রেজিমেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অসামরিক জনগণ তাতে অংশগ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত অফিসাররাও এর থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজধানীর প্রশাসন এর দ্বারা বিচলিত হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা এই অভ্যুত্থানের সংগঠন ছিল দুর্বল এবং এর নেতারা জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার যোগ্য লোক ছিল না। দক্ষিণের সমাজের (Society of the South) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষিণে হঠাৎ একটি ছোট সামরিক অভ্যুত্থান ইতিমধ্যে ঘটে গেল। তাকেও তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরেই সরকার থেকে একটা তদন্ত কমিশন বসানো হল। কমিশনের কাজ হল ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বার করা। ধরে ধরে অসংখ্য মানুষকে সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হল। জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত মানুষ—এককথায় রাশিয়ার শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষদের, অসীখ্য সৈনিক সক্ষম ব্যক্তিদের সাইবেরিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কত দক্ষ ব্যক্তির যে মৃত্যু হল তার শেষ নেই। এদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর লেখা আত্মজীবনী রাশিয়ার বহুমানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। তিনি হলেন পল পেস্টেল (Paul Pestel)। তিনি লিখেছেন যে "আমার ভুল হয়েছিল এই যে আমি বীজবপনের আগেই ফসল তুলতে গিয়েছিলাম" ("My error has been that I tried to gather the harvest before sowed the

seed.")। আরেকজন দেশব্রতী মানুষ লিখেছিলেন "আমি আগে থেকেই জানতাম যে আমাদের উদ্যোগের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। আমি আরও জানতাম যে আমাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে...ফসল তোলার সময় আসবে পরে" ("I knew beforehand that our enterprise had no chance of success. I knew also that I must make a sacrifice of my life....the harvest had will came lates.")।

এইভাবেই ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। এই আন্দোলনের নেতা, লিপসন লিখেছেন, একটি অসংগঠিত অভ্যুত্থানের মধ্যে বহুবছরের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আহৃত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিল এবং যে আদর্শের জন্য তারা এত বছর চেষ্টা করেছিল সে আদর্শকে তারা বিপজ্জনক বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে দিল ("The political inexperience of its authors threw away in one rash unorganized outburst the work of many years of preparation, and involved in fatal disastes the cause for which they had so long laboured") ডিসেম্ব্রিস্টরা যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন—আইনের চোখে সমানাধিকার, ভূমিদাসদের মুক্তি এবং একটি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা ["Equality before law, emancipation of serfs and a constitutional regime]—তা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল বিপ্লবী আদর্শ। সে আদর্শ ব্যর্থ হওয়ার নয়, যেমন ব্যর্থ হয়নি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ। শহীদের রক্ত মুক্তির বীজে জল সিঞ্চন করে—"The blood of martyrs waters the seeds of liberty"—বলেছেন এক ঐতিহাসিক। ডিসেম্ব্রিস্টদের প্রেরণা ও তাদের আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আদর্শ হয়ে রইল, উদ্বুদ্ধ করল তাদের যারা ভবিষ্যতের বিপ্লবের স্বপ্ন দেখত আর সেই স্বপ্নকে সার্থক করার তপস্যায় নিমগ্ন হত। ডিসেম্ব্রিস্টরা বর্তমানের সাধনাকে ভবিষ্যতের প্রেরণায় রূপান্তরিত করেছিল। প্রত্যক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে ডিসেম্ব্রিস্টরা ব্যর্থ হলেও সুদূরের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অসার্থক বলা যাবে না।

২(ক).৮ প্রথম নিকোলাস

প্রথম নিকোলাসের (Nicholas I) রাজত্বকাল তিরিশ বছর, ১৮২৫ থেকে ১৮৫৫। তাঁর রাজত্বকাল স্বৈরাচারের বিপজ্জনক উত্থানের সময়। তাঁকে 'চরম স্বৈরাচারের বিগ্রহ' (the incarnation of absolutism) বলা হয়। যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল তাই তাঁর শাসনকালের চরিত্র তৈরি করে দিয়েছিল। তিরিশ বছর তিনি রাশিয়াকে নির্মম এক রুক্ষ স্বৈরাচারের চাবুকের নীচে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সৈনিক এবং সৈনিকের কঠোর শৃঙ্খলা, সহানুভূতিহীন নির্মমতা এবং নির্দয় জীবনচর্যাকেই তিনি রাজ্যশাসনের নীতি করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে প্রথম নিকোলাসের কাছে তত্ত্ব বা আদর্শের কোন মূল্যই ছিল না ("Nicholas I was not troubled by theories")। সে সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদারনীতি ও প্রগতিশীলতার সাথে ট্রাডিশন ও রক্ষণশীলতার তীব্র লড়াই চলছে সে যুগে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যে অনড় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়াশীল ছবিটিকে সযত্নে টিকিয়ে রেখেছিল। ১৮৩০ সালে প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে যখন পোল্যান্ডে অভ্যুত্থান দেখা দিল তখন তিনি কালক্ষেপ না করে একলক্ষ সৈন্যকে ওয়ারসতে (Warsaw) পাঠিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে সে বিদ্রোহ দমন করেন। সেখানে তিনি পোল্যান্ডের সংবিধান

বাতিল করে দিলেন, সরকারি কাজকর্মে পোলিশ ভাষাকে নিষিদ্ধ করলেন, পোলিশ সেনাবাহিনী ভেঙে দিলেন এবং পোলিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করে দিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া অভ্রভেদী স্বৈরাচারের অটল প্রহরী হয়ে দাঁড়াল। এই নীতিকে বজায় রেখে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে সাহায্য করেন। হাঙ্গেরীর বিপ্লব তার ফলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এরকম যিনি স্বৈরাচারী তিনি স্বদেশে যে নিপীড়নকেই তাঁর শাসনের হাতিয়ার করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিকে বলা হয়েছে "দৃঢ়বদ্ধ নিপীড়নের নীতি' ('a policy of resolute repression')। তাঁর আদর্শ ছিল অনমনীয় রক্ষণশীলতা ('rigid conservatism')। আর তার প্রয়োগের পদ্ধতি ছিল একটাই—লৌহমুষ্টিতে গণচেতনার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করা ('controlling with iron rigours all popular manifestations')। ১৮২৬ সালে গুপ্ত পুলিশকে (Secret Police) আবার ফিরিয়ে আনা হল। প্রথম আলেকজাণ্ডার প্রথম নিকোলাসের থেকে অনেক বেশি মানবিক ছিলেন। তিনি গুপ্ত পুলিশ তুলে দিয়েছিলেন। এবার আরও শক্তিশালী করে তাকে ফিরিয়ে আনা হল। এই পুলিশকে বলা হত 'জারের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতাদের তৃতীয় শাখা' ('Third Section of the Tsar's Private Chancellory')। এই পুলিশের ক্ষমতা আর কার্যকলাপের উপর জার কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেননি। ফলে তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। যে কোন মানুষকে সন্দেহ করে তাকে আটক করা, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা, দেশান্তরে পাঠানো (deporting) এই সমস্ত ঘৃণ্য কাজ এই পুলিশের নিয়মমাফিক কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন অত্যাচারী শাসনের নিদর্শন রেখেছিলেন স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ (Philip II of Spain)। প্রথম নিকোলাসের কাজ ফিলিপকেও প্রায় ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি রাশিয়ার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন যে নিষিদ্ধ পাঠ করা হচ্ছে অপরাধ (crime) যার শাস্তি হল দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া। রুশ জনগণকে দেশের বাইরে যেতে নিষেধ করা হল। রাশিয়ার সাথে বহির্জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করা হল। পিটার দ্য গ্রেট রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের অভিমুখী করেছিলেন। সে ধারা এবার বন্ধ হল। প্রথম নিকোলাসের স্বৈরাচার কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তা বোঝা গেল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়। রাশিয়া ছিল একমাত্র বড় দেশ যেখানে বিপ্লবের কোন স্পন্দন অনুভূত হয়নি।

প্রায় তিরিশ বছর নিকোলাসের স্বৈরাচারের রথ দুর্বার গতিতে ছুটেছে—কেউ বাধা দেয়নি। ১৮৫৪ সালে নেমে এল ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের বিপর্যয়। ত্রস্ত মানুষ জেগে উঠল। এইখানেই স্বৈরাচারী শাসনের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে লাগল। স্পেনে এবং রাশিয়াতে যে স্বৈরাচার এত দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিস্তার করেছিল তার কারণ উভয় দেশের মানুষ ছিল রাজভক্ত এবং অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার অন্যায় আর অবিচারের প্রতি উদাসীন। মোহাচ্ছন্ন রাজভক্তি ও উদাসীনতায় নিদ্রিত জাতির ঘুম ভাঙল যুদ্ধ-বিপর্যয়ের আঘাতে। নিদ্রিত জাতি ছিল জারতন্ত্রের বুনিয়াদ—প্রজ্ঞার আলোকে সে হয়ে উঠল জারতন্ত্রের শত্রু। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ প্রমাণ করল যে জারতন্ত্রের চণ্ডশাসন কত দুর্নীতিগ্রস্ত, কত অন্তঃসারশূন্য, তার নেতারা জাতীয় বিপর্যয়কে কঠিন হাতে মোকাবিলা করতে কতটা অক্ষম। এমনকী যে সৈন্যবাহিনীর উপর সরকার নির্ভর করত, যাকে রাজতন্ত্রের সবচেয়ে গর্বের সংগঠন বলে মনে করত সে সৈন্যাবাহিনীও কী নিদারুণ ভাবে দুর্বল, বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট অসহায়। এই প্রথম জনগণ জানতে পারল যে সেনা সংগঠন বড়ই প্রাচীন, আধুনিকীকরণের কোন শক্তি তার মধ্যে নেই। সেনাপ্রধানরা সব অদক্ষ, কোন কোন সৈনিকের মধ্যে সাহস ও শৌর্য থাকলেও সংগঠনের সামগ্রিক দুর্বলতা সমস্ত রণকৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছিলেন যে "যদি আর একবছর যুদ্ধ চলত তবে সমস্ত দক্ষিণ রাশিয়া ধ্বংস হয়ে যেত" ("Another year of war and the whole of southern Russia will be ruined")। এটি ১৮৫৫ সালের অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতার ফল আরও ভয়াবহ। প্রত্যক্ষদর্শীয় বিবরণ এ রকম : "চারদিকে জনগণের বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। অনেক ভূস্বামী বিপুল অর্থ খরচ করে স্বেচ্ছাসেবীদের হাতে অস্ত্র জুগিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দীপনায় ভাটা পড়ল যখন তারা দেখলেন যে তাঁদের দেশসেবার কাজ শুধু ঠিকাদার বা সুযোগসন্ধানীদের সঞ্চয়কেই বাড়িয়েছে, শত্রুর উপর কোন আঘাত হানা হয়নি" ("Militia regiments were everywhere raised throughout the country, and many proprietors spent large sums in equipping volunteer corps, but very soon this enthusiasm cooled when it was found that the patriotic efforts enriched the jobbers without inflicting any serious injury on the enemy.")। সরকার সামরিক বিপর্যয় ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার খবর গোপন করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারল না। রাশিয়াতে অবস্থানকারী সমসাময়িক একজন ইংরাজ পর্যটক লিখেছেন যে জারের নিরঙ্কুশ চাপে পড়ে সৈন্যবাহিনীর সমস্ত শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা নিঃশেষিত হয়েছিল। ("The Emperor...had drilled out of the officers all energy, individuality and moral force")। স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের আধাসামরিক প্রশাসন নিঃসীম ব্যর্থতা ও অসহনীয় হতাশার মধ্যে তলিয়ে গেল। হতমান জার প্রথম নিকোলাস ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে মারা যান।

প্রান্তলিপি

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৪-৫৬ : ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণদিকে থেকে কৃষ্ণসাগরের উপর ঝুঁকে পড়া প্রায় চারদিকে জলবেষ্টিত একটি উপদ্বীপ ['four-sided peninsula']। মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে পেরেকপ এর সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড [isthmus of perekop] দ্বারা যুক্ত। কিন্তু এই ভূখণ্ডের মাঝখান দিয়ে খাল কাটা হয়েছে বলে ক্রাইমিয়া (Crimea—ইংরাজি উচ্চারণ ক্রাইমিয়া) একটি কৃত্রিম দ্বীপ (artificial island) হয়ে উঠেছে। রাশিয়া অটোম্যান তুর্কীশাসনের অধীনে গ্রীক অর্থোডক্স (Greek Orthodox Faith) খ্রিস্টান মতাবলম্বীদের সমর্থনে অগ্রসর হলে এখানে যুদ্ধ বাধে। রুশরাও ছিল অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্ভুক্ত। এই যুদ্ধে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সার্ডিনিয়া (Sardinia) তুরস্ককে সাহায্য করেছিল। তাদের ভয় ছিল কনস্ট্যানটিনোপল (Constantinople) রাশিয়ার হাতে পড়ে যাবে। এটি ছিল উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধ যার জন্য কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। এই যুদ্ধে আহত সৈনিকরা খুব কষ্ট পেয়েছিল। তাদের সেবা করে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মানবসেবার অসাধারণ নজির স্থাপন করেছিলেন। এই যুদ্ধ রাশিয়ার পক্ষে বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। এই যুদ্ধকে অবলম্বন করেই ইংরাজ কবি টেনিসন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Charge of the Light Brigade' লিখেছিলেন।

২(ক).৯ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের শিক্ষা : সংস্কারের প্রত্যক্ষ কারণ

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson) লিখেছেন যে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক রাশিয়ার পরাজয়ের ঘটনা এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিল যে রাশিয়াতে পরিবর্তন দরকার ("The defeat of Russia by Britain and France in the crimean was served as a warning that some change was needed")। অনেক দূর থেকে কাজ করে এবং তাদের রসদের একটি অংশ ব্যবহার করে এই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি যে অত্যন্ত সংকীর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়েছিল রুশ সাম্রাজ্য তার আয়তনের বিশালতা এবং নিশ্চিত স্ট্র্যাটেজিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ করতে পারেনি ("Operating from a great distance

and using only part of this resources, these advanced western powers had mounted highly localized offensive which the Russian Empire had failed to repel, despite its vast size and its obvious strategic advantages"—David Thompson)। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার ব্যর্থতা তার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত শ্রেণীর নিদ্রাভঙ্গ ঘটিয়েছিল। ঐতিহাসিক লিপসন লিখেছেন যে একটা বিরাট জাতীয় অপমানের জ্বালা নিয়ে সমাজের উপরতলার মানুষের তাদের এতদিনের নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ থেকে জেগে উঠল। ("Under the sting of the great national humiliation, the upper classes awoke from their optimistic resignation.") এতদিন তারা আধা-সামরিক শাসনের নির্যাতন সহ্য করেছিল দেশের দিকে তাকিয়ে—চেয়েছিল দেশ শক্তিশালী হোক। এবার তারা জানল সবই অলীক, বিরাট ধাপ্পাবাজি (hoase)। সংস্কারহীন নিশ্ছিদ্র পুলিশি শাসন, নীতি বিহীন সামরিক শাসন কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র সবই ব্যর্থ। ঐতিহাসিক ওয়ালেস (Wallace) তাঁর 'রাশিয়া' (Russia) নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে এই পুলিশি শাসন এই আদা সামরিক প্রশাসন এবং শেষপর্যন্ত এই ড্রিল মাস্টারের জারিজুরি একটি বাহ্যিক শান্তি এনে ছিল, "কিন্তু এই শান্তি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া নয়, তা ছিল মৃত্যুর শান্তি যা গভীরে গোপনে গড়ে উঠছিল দুর্নীতি ("this tranquility was not that of healthy normal action, but of death—and underneath the surface by secret and repidly spreading corruption")। দেশের সমস্ত মানুষ বুঝতে পারল যে এক দুরারোগ্য ব্যাধি দেশকে পঙ্গু ও অচল করে দিয়েছে। তারা এই প্রথম উপলব্ধি করল যে রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে একটা মৌল ত্রুটি রয়েছে। এই মৌল ত্রুটির (radical defects) বোধ থেকে জন্ম নিল ত্রুটি সংশোধনের বাসনা। প্রশ্ন জাগল যে সে ব্যবস্থা এতদিন এমন অনমনীয় ধৈর্য সহকারে পরিশীলিত হয়েছে তার মধ্যে মৌল ত্রুটি না থাকলে এমনটি হবে কেন? ("How could this be explained except by the redical defects of that system which had been long practised with such inflexible Perseverance?")। এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিল একটি হতমান জাতি, বুঝেছিল সমাজ-সংস্কার এবং রাষ্ট্রিক সংস্কার ছাড়া আর কোন গতি নেই। এই সংস্কারের তাগিদ নিয়েই পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (Alexander II) ক্ষমতায় এসেছিলেন।

২(ক).১০ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার : সংস্কারের সূচনা

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের (Alexander II) রাজত্বকাল ১৮৫৫ থেকে ১৮৮১। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রথম থেকেই তিনি স্থির করেছিলেন যে পিতার মতো 'মুকুট পড়া ড্রিল সার্জেন্ট" ('a crowned drill-sergeant') হবেন না। যদিও তাঁর পিতার রাজনীতি ও আদর্শের অনুসরণ করেই তিনি বড় হয়েছিলেন, কিন্তু পিতার আদর্শ তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। পিতার চারিত্রিক অনমনীয়তা ও পরিবেশের মধ্যে যে স্বৈরাচারী রূঢ়তা ছিল তাকে রাজত্বকালের প্রথম পর্বে অন্তত তিনি দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। এটি তাঁর বড় কৃতিত্ব। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সৈনিক ছিলেন না বলেই বোধ হয় তাঁর মধ্যে সহজাত নম্রতা ছিল, তিনি তাঁর চারপাশের মানুষজন সম্বন্ধে সদয় হতে পারতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে একজন 'নিষ্ঠাবান রুশ' ('a staunch Russian') বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই—যে করেই হোক দেশের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে তাঁর হাতে কোন সংস্কারের কর্মসূচি তৈরি ছিল। একসঙ্গে বড় কর্মসূচি নিয়ে তিনি অগ্রসর হতে চাইতেন না। একটি সংস্কার, একটি কাজ, একটি উদ্যোগ

হাতে নিয়ে তিনি তার সাফল্য অসাফল্য বিবেচনা করে তবে পরের কাজে হাত দিতেন। পরিস্থিতি যে সংস্কারের দাবি নিয়ে আসত সেই সংস্কার তিনি আগে করতেন এবং তার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে সামলানোর চেষ্টা করতেন। তাঁর পিতা প্রথম নিকোলাস তাঁর অনমনীয়তা ও কঠোরতার দ্বারা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতেন, কিন্তু পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সেনাসূলভ অনমনীয়তা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে অনায়াসেই পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারতেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই রকম মানসিকতা নিয়েই তিনি সংস্কার কার্যে হাত দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যখন সিংহাসন আরোহন করেন তখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। যুবকোচিত প্রসারতা ও উদ্দীপনা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন এবং রাজকার্য পরিচালনায় ব্যবহারিক শিক্ষালাভও করেছিলেন। এগুলিকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। কোনমতেই তাঁকে প্রতিভাবান বলা যাবে না। তিনি একটি অভিজ্ঞতার পর আরেকটি অভিজ্ঞতা লাভ করে অগ্রসর হতেন, পরিবেশের দ্বারা চালিত হয়েই মৌলিক সংস্কারে হাত দিতেন এবং এইভাবেই তিনি যে সংস্কারের রূপায়ণ করেছিলেন তা রাশিয়ার ইতিহাসকে নতুন পথে চালিত করেছিল। তার সংস্কার পুরানো সমস্যার সমাধান করেছিল কিন্তু জন্ম দিয়েছিল নতুন সমস্যার, নতুন অস্থিরতার যার নিরসন ঘটানো জারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরিণতিতে জার নিজেই নিহত হন। মুক্তিদাতা জার শেষপর্যন্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেন নিজের আত্মাহুতিতে।

২(ক).১১ ভূমিদাসদের মুক্তি

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাজ্যাভিষেকের সময়ে সামন্তপ্রভুদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণে তিনি বলেন : "নীচের তলা থেকে ভূমিদাসপ্রথার বিলুপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে উপর তলা থেকে এর বিলোপই ভাল।" এই নীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই তিনি ১৮৬১ সালের ৯ই মার্চ (পুরানো ক্যালেন্ডারের ১৯ ফেব্রুয়ারি) ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তিমূলক প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথেই দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথা বিলোপের কাজে হাত দিলেন। এই প্রথাকে আদ্যন্ত বোঝার জন্য নানা কমিটি স্থাপন করা হল। ভূমিদাসত্ব বিলোপের প্রশ্নটি নানাদিক থেকে আলোচিত হওয়ার পর জার মুক্তির ঘোষণাপত্রে (Edict of Emancipation) স্বাক্ষর করেন। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনারব্ধ একটি কর্ম জারের উদ্যোগে উপরতলার দান হিসাবে রূপায়িত হল। যে ব্যবস্থার কোন সমর্থক ছিল না সে ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লুপ্ত হল না। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তার অবসান হল।

২(ক).১২ ভূমিদাসত্ব বিলোপ হল কেন?

ভূমিদাসত্ব বিলোপের পেছনে অনেক কারণ ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হয়তো দেশের অসংখ্য দুর্গত ও বিপন্ন মানুষকে মুক্তি দেওয়ার বাসনায় আন্তরিকভাবেই কাতর হচ্ছিলেন। তার সাথে তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে এ ব্যবস্থা এতই অর্থহীন ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে তার উচ্ছেদ শুধুই সময়ের ব্যাপার। এটি যদি স্বয়ংক্রিয় লুপ্তি হয় তবে হয়তো একদিন এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটবে। সেই আগত সমাজবিপ্লবকে রোধ করাই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে তিনি মনে করতেন। এছাড়া বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে ভূমিদাসত্ব সম্বন্ধে জনগণের মানসিকতা পাল্টে গিয়েছিল। এমনকী এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতার পরিবর্তন হচ্ছিল।

ভূমিদাসত্বের অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। মুদ্রার অর্থনীতি বেশ জোরদারভাবে তখন চালু হয়েছে। বাজারের জন্য প্রতিযোগিতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সময়ে দরকার ছিল মুক্ত শ্রমিক এবং বাজারে শ্রমের অবাধ যোগান। কিন্তু ভূমিদাসত্ব ব্যবস্থা এই মুক্ত শ্রমের বিনিয়োগের পথ আটকে রেখেছিল। ভূমিদাসব্যবস্থা এমনিতেই অচল হয়ে যাচ্ছিল কারণ ভূমিদাসদের শ্রমের মান ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে পড়ছিল। এদিকে ভূস্বামীরাও বেশ কিছুকাল যাবৎ নিঃস্ব ও অকিঞ্চন হয়ে পড়ছিল। তাদের আর্থিক সঙ্গতি এতই কমে যাচ্ছিল যে কোন কোন সামন্ত প্রভুদের পক্ষে ভূমিদাসদের রাখা, তাদের ভরণ পোষণ দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। ভূমিদাসদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছিল। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮১১ সালে সমগ্র রুশ জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশ ছিল ভূমিদাস। মুক্তির প্রাক্কালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪.৫ শতাংশে। নতুন যুগে সমাজ সম্পর্কে দাসত্ব বা পিতৃতান্ত্রিকতা (paternalism) কোনটিই আর অর্থবহ ছিল না। উনিশ শতকে ধীরে ধীরে স্বাধীন শ্রমিক নিয়োগের প্রথাটি বাড়তে থাকে। এর জন্য দরকার ছিল শ্রমের স্থিতিস্থাপকতা (flexibility)। ভূমিদাস ব্যবস্থার পরিকাঠামোর মধ্যে এ স্থিতিস্থাপকতা থাকা সম্ভব ছিল না। ভূস্বামীরা লক্ষ করছিলেন যে বেতনভূক শ্রমিকরা স্বাধীন হওয়ার ফলে অনেক সতেজ, মানসিকতায় অনেক শক্তিশালী ও দৈহিকভাবে কর্মঠ। তাই তারা নিজেরাই এর পরিবর্তন চাইছিলেন। দক্ষিণের অনেক ভূস্বামীই ছিলেন যারা আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করে আধুনিক অর্থনীতির আস্বাদ লাভ করেছিলেন। তাদের কাছে স্বাধীন শ্রমিক অনেক বেশি কাম্য ছিল। সবচেয়ে বড় কথা রুশ গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাসদের অস্থিরতা, তাদের অভ্যুত্থান, তাদের বিদ্রোহ প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু উনিশ শতকেই যত ভূমিদাস অভ্যুত্থান হয়েছিল তারা সংখ্যায় অনেক—কারও মতে ৫৫০, কারও মতে ১,৪৬৭। বিশিষ্ট গবেষক ইগনা টোত্রিভচ বলেছেন যে ভূমিদাসের অভ্যুত্থানের ফলে সম্পত্তি ও মানবসম্পদের অপচয় বেড়ে যাচ্ছিল, সমাজ-সম্পর্কে তিক্ততা আসছিল এবং শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছিল। এই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারকে পুলিশি তৎপরতা বাড়াতে হচ্ছিল এবং তাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাম্প্রতিক কালের গবেষকরা মনে করেন যে ভূমিদাস প্রথা বিলোপের বিষয়ে ভূমিলগ্ন কৃষকদেরই ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে নৈতিক দিক থেকেও ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। রুশ চিন্তানায়করা, পাশ্চাত্য উদারনীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা, স্ল্যাভ সম্প্রসারণবাদীরা এবং ডিসেম্ব্রিষ্টরা সকলেই ভূমিদাসত্বের বিলোপ চাইছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার একটি সংস্কারের দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছিলেন।

২(ক).১৩ ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের ফলাফল

১৮৬১ সালের ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভূমিদাসরা আইনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল (freedom from legal bondage)। সরকার এক পিতৃসুলভ (paternalistic) ভূমিকা গ্রহণ করে দেশ থেকে মানবিক দাসত্ব দূর করল, রাষ্ট্রের একটি নৈতিক দায়িত্ব পালন করল। ভূমিদাসরা স্বাধীন হয়ে একখণ্ড করে জমি পেল, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের চাষ করা জমির যা আগে ভূস্বামীদের মালিকানায় ছিল তার অর্ধেকটা তারা পেল। এইভাবে একদিকে তারা জমির মালিক হল এবং অন্যদিকে সরকারের প্রজা হল কিন্তু নিজের চাষ করা জমির অর্ধেকটা রয়ে গেল ভূস্বামী মালিকের স্বত্ত্বাধীনে। আর যেটুকু তারা পেল তার জন্য ভূস্বামীদের তারা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য রইল। যেহেতু ভূস্বামীদের তারা আর কোন খাজনা, বেগার শ্রমও কোন কর দেবে না তার জন্য তাদের তারা দেবে একটি ক্ষতিপূরণের অর্থ (redemption money)। ভূমিদাসরা যে জমি পেল তার উপর তাদের

ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল না যে ধরনের মালিকানা ফরাসী কৃষকরা উপভোগ করত। স্থির হল যে ভূমিদাসদের জমি হবে গ্রাম সমাজ বা মির (Mir)-এর যৌথ সম্পত্তি (collective property)। আগে ভূস্বামীরা জমি নিয়ন্ত্রণ করত আর মির যৌথভাবে তাদের অর্থপ্রদান করত। এবার ভূস্বামীরা সরে গেল, তাদের স্থলাভিষিক্ত হল মির এবং মিরই ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ দেবে বলে স্থির হল। অর্থাৎ কৃষকদের মাথায় এক কর্তৃত্বের বদলে অন্য কর্তৃত্ব এল। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে সম্রাটের মুক্তি ঘোষণা রুশ কৃষকদের আইনের স্বাধীনতা দিয়েছিল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়নি ("The imperial decree of emancipation gave the Russian peasants legal freedom without economic freedom"—David Thompson)। (Personal servitude) উঠে গেল, এল সমাজভিত্তিক দায়িত্ব (communal responsibilities)।

রাশিয়াতে ভূমিদাসমুক্তি ভূমিহীন কৃষকের জন্ম দেয়নি যেমনটি ঘটেছিল প্রশিয়ায় বা ইউরোপের অন্য দেশে। সেখানে ভূমিদাসরা মুক্তির পর ভূমিহীন হয়ে ছিন্নমূল শ্রমিকে পরিণত হল এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে জীবিকার সন্ধানে চলে গেল। রাশিয়ার কৃষি জীবনে মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদের দায় (stake) স্থির করা হয়েছিল এবং তারা ব্যবসা করার নামে বা ভিন্নতর জীবিকার বাসনায় গ্রাম ছেড়ে যেতে পারত না। তার জন্য তাদের অনুমতির দরকার হত। ১৯০৫ সালের আগে মির (Mir) তার গ্রামের খাজনা ও করের ব্যাপারে যৌথ দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়নি। ততদিন কৃষকরা স্বাধীন হতে পারেনি। ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার কৃষি পদ্ধতি (methods) ও উৎপাদনে কোন পরিবর্তন আনেনি। সরকার যাজক ও ভূস্বামীদের মির-এর বাইরে রেখেছিল। ফলে যারা ব্যবস্থার তদারকি শ্রেণী হিসাবে এতকাল গড়ে উঠেছিল তারা সমস্ত কর্তৃত্ব ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার বাইরে থেকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দী রুশ কৃষিতে আধুনিকীকরণের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এ সমস্ত কারণে ভূমিদাসপ্রথা রুশ সমাজের মৌল গলদগুলিকে ঢাকতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত জার আলেকজান্ডার কারও কৃতজ্ঞতা লাভ করেননি। ১৮৮১ (1881) সালে বোমা বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়।

২(ক).১৪ অন্যান্য সংস্কার

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জার হওয়ার সাথে সাথে অনেক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিলেন। দেশ থেকে বহিষ্কৃত (exiles) বহু মানুষকে ফিরে আসার অধিকার দিলেন। তিরিশ বছর জেলে বন্দি থাকার পর ডিসেম্ব্রিষ্টরা মুক্তি পেল। মুদ্রাযন্ত্রের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন এবং নতুন করে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের সূচনা করেন। ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা কেটে গিয়েছিল। এইবার নানা ধরনের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। এই পরিবর্তনের নানা দিক ছিল। এই প্রথম রাশিয়ায় জনমত গঠন করার পরিবেশ এবং গণস্বার্থ বিষয়ে জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের মুক্তির পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকেও নানাভাবে সংস্কার করা হয়। এই সময় থেকেই রুশ সরকারি বাজেটে প্রকাশ করা শুরু হয়। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের দুটি বড় সংস্কার হল বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও প্রশাসনিক সংস্কার। বিচার বিভাগের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। অনেক সময় মামলা মোকদ্দমার ফয়সালা গোপনে হত। ঘুষ, উপঢৌকন, মিথ্যাচার সত্যকে আড়াল করা এগুলি ছিল বিচার বিভাগের প্রাত্যহিক ঘটনা। এই ধরনের ব্যভিচার দূর করার জন্য ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বিচারব্যবস্থার ধাঁচে নতুন করে বিচার বিভাগ চালু করা হল। বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের কাজ ও দায়িত্ব বিভাজন করা হল, ম্যাজিস্ট্রেটদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হল,

মৌখিক শুনানি চালু হল এবং জুরি (Jury System) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। নতুন ফৌজদারি বিধি (Penal Code) প্রণয়ন করা হল, ফৌজদারির বিচার ও দেওয়ানি বিচার (criminal and civil cases) পৃথক করা হল। ছোট ছোট বিচারের জন্য জাস্টিস অফ পিস (Justice of Peace) নিযুক্ত হল। তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হত। বড় বড় বিচার ও মামলা মকদ্দমা নিষ্পত্তির কাজ সম্পন্ন করত নিয়মিত অধিবেশন যুক্ত ট্রাইবুনাল (Tribunals)। এই ট্রাইবুনালে থাকতেন বিচারপতিরা যারা সম্রাটের দ্বারা মনোনীত হতেন। এই রকম বিচার ব্যবস্থার নবরূপায়ণের জন্য দরকার ছিল নতুন মানুষের যারা শিক্ষিত, এবং নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ। এরকম মানুষের অভাব ছিল। কিন্তু তা বলে নতুন ব্যবস্থা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল একথা বলা যাবে না। আস্তে আস্তে বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি কমে এসেছিল। বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অভিজ্ঞতা যতই বাড়ছিল ততই জাতীয় জীবনে বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ প্রমাণ করেছিল যে দেশের প্রশাসন (administration) একেবারে গলিত শবে পরিণত হয়েছে। অতএব প্রয়োজন ছিল প্রশাসনের নতুন প্রাণ সঞ্চার করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই মস্কোর প্রদেশগুলিতে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করা হয়। বিকেন্দ্রিকরণ ও স্বায়ত্তশাসন এই দুই দিকে প্রশাসনকে সংস্কার করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় জেমস্টভো (zemstvo) নামে নতুন সভা (council)। এই সভাগুলিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরা, অভিজাত (nobles), কৃষক (peasants) এবং মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া (bourgeois) মানুষদের প্রতিনিধিরা থাকত। জেমস্ট্ভো সভার দুটি স্তর ছিল। প্রথম স্তর হল জেলা পরিষদ (district council)। এর সদস্যরা নির্বাচিত হত গণভোটের দ্বারা। দ্বিতীয় এবং উচ্চতর স্তর হল প্রাদেশিক সভা (provincial council) যার সদস্যরা নির্বাচিত হত জেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা। এই আঞ্চলিক প্রশাসনের এককগুলি একদিকে স্বায়ত্ত শাসন ও অন্যদিকে বিকেন্দ্রিকৃত প্রশাসন এই দুই নতুন দিগন্তকে তুলে ধরেছিল। এই দুটি আঞ্চলিক সভার কাজ ছিল জাস্টিস অফ পিস-দের নির্বাচিত করা, জেলার রাস্তাঘাট, ব্রিজ বা সেতুর নির্মাণ, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ও তার উপর নজর রাখা, বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। এই সব করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার ছিল তা এদের ছিল না। তাছাড়া প্রদেশের প্রধান শাসকের (governor) একটা ভেটো ক্ষমতা (veto) ছিল যার দ্বারা এদের সিদ্ধান্তের উপর সংযম আরোপ করা যেত। এসব সত্ত্বেও আঞ্চলিক প্রশাসনে এই সংস্থাদুটির অভিনবত্ব ছিল। তারা প্রশাসনের রুগ্ন কাঠামোকে সবল করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিল। রাশিয়া আধুনিকীকরণের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার নিশ্চল পরিবর্তনহীনতায় একটা পরিবর্তনের ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। সম্ভবত মহামতি পিটারের রাজত্বকালের পর আর কোনও জার একটি বদ্ধ জাতির মুক্তির দরজা এতখানি খুলে দিতে পারেননি যতখানি দিয়েছিলেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। এজন্য তাঁকে **মুক্তিদাতা জার** (*Czar Liberater*) বলা হয়ে থাকে। তাঁর সংস্কারের ফলে রাশিয়াতে নতুন হওয়া বইতে থাকে। নতুন অর্থনীতি, নতুন দর্শন সাহিত্য ও রাজনীতির গ্রন্থ রচিত হতে লাগল। শিক্ষায় (education) ও মুদ্রণে (press), পুস্তকে আর পত্রিকায় নতুন এক কল্পান্ত বিভোরতা (utopia) দেখা যেতে লাগল। মানুষ ভাবতে শুরু করল যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শুধুমাত্র একটি প্রথম পদক্ষেপ, একটি ভূমিকা যার পরের অধ্যায়ে আসবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্ব-শাসন (political self-government)। পাশ্চাত্যের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ধরে ফেলার লক্ষ্যে রাশিয়া এবার নতুন দৌড় শুরু করল। ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ

রচিত হয়েছিল যখন হঠাৎ করে জনসত্তায় নবজাগরণের শিহরণ দেখা দিল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন রাশিয়া এবার সত্যিই পশ্চিমের অনুসরণ করতে পারত ("Russia was to initiate the nations of the west" [Ketelbey])। একটি এশিয় শক্তি হিসাবে নিজের দীনতা ঘোচানোর লগ্ন রাশিযার এতাবৎকালের অনালোকিত গার্হস্থ্য জীবনে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু জনগণ তখনও পূর্ণভাবে উজ্জীবিত হয়নি। আশার পেছনে ছিল হতাশা, তাই চরম লগ্নেও জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল না। হতাশ জাতির প্রতিক্রিয়া তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। ১৮৬৬, ১৮৭৩ ও ১৮৮০ সালে স্বয়ং জারকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবার ঘুরে দাঁড়ালেন, ফিরে গেলেন পিতার দুর্দমনীয় স্বৈরতন্ত্রে। ১৮৬৬ সাল থেকে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি বদলাতে শুরু করে। হয়তো পরে সরকার ও সেনাবাহিনীর সংস্কারে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু মোটের উপর সংস্কারের প্রেরণা দুর্বল হয়েছিল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন '...the spirit of reform had withered'। জার নিজেই নিজের সংস্কারের আশানুরূপ ফল না পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলেন। কৃষকরা তখনও মনে করছিল তারা নির্যাতিত, আইন-আদালত আশানুরূপভাবে সচল হয়নি আর প্রশাসন থেকে দুর্নীতিকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ১৮৬৩ সালে পোলদের বিদ্রোহ (এটি দ্বিতীয় বিদ্রোহ, প্রথম বিদ্রোহ হয়েছিল জার প্রথম নিকোলাসের সময়ে) দেশে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল। দেশে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এ উত্তেজনার অনেকটাই ছিল পোল্যান্ডকে ঘিরে। জারের রাজত্বের প্রথম পর্বের সংস্কার পোল্যান্ডবাসীর মনেও উৎসাহ জাগিয়েছিল। এ উৎসাহে মদত দিয়েছিল অনেক রুশ। এবার যখন পোল্যান্ডের অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তখন রাশিয়ার উদারপন্থীরা দুঃখ পেলেন, ক্ষিপ্ত হলেন। অন্যদিকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল যাদের নীতি ছিল 'পবিত্র রাশিয়া, সনাতন চর্চা ও সম্রাটের একক স্বৈরাচার'—'Holy Russia, the Orthodox Church, and the imperial autocracy'—তারা বলতে লাগলেন যে সংস্কারের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, অনর্থক বেশি দূর এগিয়ে গেছেন রাশিয়ার জার, থেমে যাওয়া উচিত ছিল অনেক আগে। এরকম মত ও মন্তব্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিত **নিহিলিস্টরা**। তারা ছিল পরিবর্তনকামী—ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃজনের তত্ত্বে বিশ্বাসী—সমস্ত রকমভাবে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী—ঈশ্বর থেকে সম্রাট, রাষ্ট্র থেকে সমাজ, পরিবার থেকে সম্পত্তি, ধর্ম থেকে নৈতিকতা সমস্ত কিছুকে তারা নতুন ধাঁচে তৈরি করতে চাইত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক **তুর্গেনিয়েভ** (Turgeniev) তাঁর **'পিতারা ও পুত্ররা'** (Fathers and Sons) নামক গ্রন্থে নিহিলিষ্ট দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। নিহিলিষ্ট (Nihilist) মতবাদের তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে ১৮৬০-এর দশকে নিহিলিজম অন্ধ সংস্কার ও কর্তৃত্বের প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা অনেক বাস্তবমুখী হল—রুশ কৃষকদের তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে সজাগ করে তুলল। তৃতীয় পর্যায়ে তা সন্ত্রাসবাদে পরিণত হল। এই পর্যায়ে তা জনসমর্থন হারিয়েছিল। নিহিলিষ্টদের জন্মই প্রমাণ করেছিল যে রাশিয়ার সংস্কার আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি। লিপসন বলেছেন যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন যে সার্থক হয়নি তার কারণ এই আন্দোলনের অনেক নেতা ছিল, অনুগামী ছিল না—জনগণের মনের গভীরে তা শিকড় গাঁথতে পারেনি ("In short, the reform movement failed in the nineteenth century because it had only leaders and no followers; it had failed altogether to striker root among the masses'—Lipson)। বিশ শতকের শুরুতে একটি ব্যর্থ বিপ্লবের (Revolution of 1905) পর পুনরায় সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কোনও সংস্কারই রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের মূল গলদের সংশোধন করতে পারেনি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে রাশিয়ার

রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে প্রচলিত ব্যবস্থার মৌল ত্রুটি সংশোধন করা যাবে না। পাশ্চাত্য থেকে বয়ে আসছিল মার্ক্সবাদ ও নৈরাজ্যবাদের হাওয়া। এর মধ্যে চলে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের অভিঘাতে ভেঙে পড়ল রুশ প্রশাসন, রুশ সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বন্ধন—ভেঙে গেল স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক বুনিয়াদ। এইবার পরিবর্তন—উপর থেকে নয়, নীচ থেকে, বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লবই ১৯২৭ সালের বিখ্যাত বলশেভিক বিপ্লব, শ্রমিক ও শোষিত মানুষের রাষ্ট্রশক্তি দখলের যুগান্তকারী ঘটনা। আমাদের পরবর্তী পাঠই হবে সেই ঘটনার ইতিহাস, সেই ইতিবৃত্ত যেখানে মানুষের স্বপ্ন আর তপস্যা রাত্রির বুক থেকে ছিঁড়ে এনেছিল মুক্তির প্রস্ফুটিত সকাল।

২(ক).১৫ সারাংশ

মহামতি পিটারের রাজত্বকালের (১৬৮২-১৭২৫) পর দীর্ঘদিন রাশিয়াতে কোন জার কোন বড় মাপের সংস্কারের কথা ভাবেননি। দ্বিতীয় ক্যাথরিন (Catherine II) [তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬২-১৭৯৬] ছিলেন একজন শক্তিশালী জারিনা (Czarina)। কিন্তু তিনি রাশিয়াকে যতখানি বহির্বিশ্বে উপস্থাপিত করেছিলেন ততখানি দেশের ভেতরের পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারেননি। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মানসকন্যা ছিলেন, ভলটেয়ার (Voltaire), দিদেরো (Diderot) প্রভৃতি দার্শনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং হয়তো সে কারণেই ঐতিহাসিকরা তাঁকে প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারীদের (Enlightened despots) একজন বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু তাঁর আমলেও রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন কিছু হয়নি। এরপর ৬০ বছর ধরে রাশিয়াতে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। রাশিয়ার কৃষিযোগ্য সমস্ত জমির দেশের নয়ভাগ রাজতন্ত্র ও ১৪০ হাজার সম্ভ্রান্ত পরিবারের দখলে ছিল। অর্থাৎ বিরাট বিরাট ভূসম্পত্তি (landed estates) মুষ্টিমেয় মানুষের হাত ছিল। এই জমি চাষ করত বিপুল সংখ্যক ভূমিদাস। গবাদি পশুর (Cattle) মতই ছিল তাদের ভাগ্য—জমির সাথে তারা বিক্রি হয়ে যেত। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এই ভূমিদাসরা ভূস্বামীদের জমিতে বিনা পারিশ্রমিক বা মজুরিতে কাজ করত। তার উপর ছিল নানা করের বোঝা। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকরা—যারা ভূমিদাসরূপে আইনের বন্ধনে বাঁধা ছিল—তারা প্রায় বিদ্রোহ করত, গ্রামজীবনে শান্তি ব্যাহত হত আর সরকারকে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ক্রমাগত ভূমিদাসদের বিদ্রোহ দমন করতে হত। এদিকে ভূস্বামীদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছিল। তারা আর ভূমিদাস-পোষণের দায়িত্ব নিতে চাইছিল না। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাসত্বে বেঁধে রাখার মধ্যে নৈতিক সমর্থন ছিল না। ফলে ১৮৬২ সালে আইন করে এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল। এই প্রথম কৃষকরা আইনগতভাবে দাসত্ব থেকে মুক্ত হল। এই আইন কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে এল। কৃষকরা সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার অর্থই হল সামন্ততন্ত্রের কাঠামো নাড়া খেয়ে গেল। কৃষকরা আইনগতভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিকভাবে হয়নি। এরপর থেকে কৃষকদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার রইল গ্রামসমাজের হাতে। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় রইল কৃষকদের। তারা বলতে লাগল যে তাদের অর্থনৈতিক বোঝা অনেক বেড়ে গেছে তারা জমির স্বাধীন মালিকানা পাচ্ছে না। রাশিয়ায় নিয়ম ছিল যে এক পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ সন্তান জমি পাবে। তার অর্থ হল প্রতিটি প্রজন্মে জমি খণ্ডিত হয়েছে প্রত্যেকের স্বত্ত্ব দানের জন্য। ফলে যতদিন যেতে লাগল ততই 'মির' বা গ্রামসমাজের অন্তর্ভুক্ত কৃষকের জমি ও আয় কমতে লাগল। কৃষকরা অসন্তুষ্ট হল। এইরকম অবস্থা জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার বা তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর একেবারেই কাম্য ছিল না। আবার অন্যদিকে বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসনের যে সংস্কার তিনি করেছিলেন তার তাৎক্ষণিক ফল

পাওয়া যায়নি। সংস্কারপ্রাপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সংগঠনগুলি চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত মানুষের উদ্ভব তখনো হয়নি। ফলে সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত দুর্নীতিকে মুছে ফেলে নতুন উজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের অভাবে পরিবর্তনের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। এদিকে শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের ফলে জনমত গড়ার কাজ ত্বরান্বিত হল। রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যান্ডের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠল, তারা বিদ্রোহ করল। সে বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হল। ফলে উদারনৈতিক রুশদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় হতাশার মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছিল এক ভয়ানক পরিবর্তনকামী বিরোধীদল রাশিয়ার ইতিহাসে যারা নিহিলিস্ট (Nihilist) বলে খ্যাত। তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে নতুন করে সৃজনের স্বপ্ন দেখত। তারা সন্ত্রাসবাদের পথ নিল। যে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জীবনের শুরুতে মানুষের নানাবিধ মুক্তির পথ খুলে দিয়ে 'মুক্তিদাতা জার' বলে বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি। রাজত্বের প্রথম দশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পিতার স্বৈরাচারী পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। কিন্তু যুগশক্তির সাথে আপস করতে না জানলে বাঁচা যায় না। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারও বাঁচেননি। বোমার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রগতিপরিপন্থী স্বৈরাচারের প্রতিকূলতাকে বিদীর্ণ করে প্রগতির রথে ইতিহাসের অমোঘ শক্তি দুর্বারভাবে অগ্রসর হল—আর কোন নতুন সংস্কার পর্বের দিকে নয়, ভিন্নতর পর্বে—বিপ্লবের দিকে—সেই বিপ্লবের দিকে যেখানে ১৯১৭ সালে রাষ্ট্রশক্তি দখল করল সেই মানুষ যাদের রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া হারাবার কিছুই ছিল না।

২(ক).১৬ অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দিন (৫টি বাক্যে)

(ক) উনিশ শতকে রাশিয়ার সংস্কার কার্য পাঠ করলে আপনি কী শিক্ষা লাভ করেন?

(খ) সমাজ সংস্কারের কাজ কেন অপরিহার্য?

(গ) সংস্কার কার্য উনিশ শতকে কি পৃথিবীর অনেক দেশে হয়েছিল?

(ঘ) ক্যাথরিন দ্য গ্রেট সম্বন্ধে কী জানেন?

(ঙ) মহামতি পিটারের কৃতিত্ব কী?

(চ) রাশিয়া কোন খ্রিস্টধর্ম পালিত হত?

(ছ) রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানব উপাদান কী ছিল?

(জ) মির (Mir) কী?

(ঝ) ভূমিদাসদের উপর যে সব বোঝা চাপানো ছিল সেগুলি কী?

(ঞ) রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় মধ্যশ্রেণী না থাকায় কী ক্ষতি হয়েছিল?

(ট) সংস্কার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson) বা লিপসনের (Lipson) যে কোন একটি মত আলোচনা করুন।

(ঠ) উত্তরের সমাজ ও দক্ষিণের সমাজ সম্বন্ধে লিখুন।

(ড) 'পিতাহীন পুত্রহীন প্রজন্ম' কী?

(ঢ) ডিসেম্ব্রিষ্ট কারা? তাদের গুরুত্ব কী?

(ণ) পল পেস্টেল কে ছিলেন? তাঁর যে কোনও একটি উক্তি লিখুন।

(ত) প্রথম নিকোলাসের রাষ্ট্রমত কী ছিল?

(থ) রাশিয়ার ইতিহাসে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ বিখ্যাত কেন?

(দ) ঐতিহাসিক ওয়ালেস-এর যে কোনও একটি মত ব্যাখ্যা করুন।

(ধ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বের প্রথম পর্বের আদর্শ কী ছিল?

(ন) ভূমিদাসত্বকে আইন করে বন্ধ করার যে কোনও একটি কারণ বুঝিয়ে লিখুন।

(প) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা করুন।

(ফ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের প্রশাসনিক সংস্কার কী ছিল?

(ব) রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তি ও প্রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

(ভ) ভূমিদাসত্বের অবলোপ কি রাশিয়ার অর্থনীতিকে কোনভাবে সাহায্য করেছিল?

(ম) জেমস্ট্ভো (Zemstvo) কী?

২। ১০টি বাক্যে উত্তর দিন—

(ক) রাশিয়ার সমাজকে কেন বদলানোর প্রয়োজন হয়েছিল?

(খ) উনিশ শতকে সংস্কারকার্য কোন দেশে কী হয়েছিল?

(গ) 'অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রকৃত মৌল সমস্যা' কী?

(ঘ) পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

(ঙ) ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন? তা কী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল?

(চ) রাশিয়ার রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যার একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(ছ) ভূমিদাসত্ব বিলোপের প্রধান পাঁচটি ফল আলোচনা করুন।

(জ) ভূমিদাসত্ব বিলোপে ভূমিদাসদের কী ভূমিকা ছিল?

(ঝ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে কী প্রকৃত অর্থে মুক্তিদাতা জার বলা যায়?

(ঞ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের দুই পর্বে তাঁর রাষ্ট্রদর্শ কী ছিল?

(ট) রাশিয়ার প্রথম পর্বের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আলোচনা করুন।

(ঠ) রাসিয়ার সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা কী ছিল?

(ড) ক্রাইমিয়া কোথায় ও কীজন্য বিখ্যাত?

(ঢ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার কার্য শেষ পর্যন্ত সফল হল না কেন?

(ণ) নিহিলিষ্টদের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।

৩। একটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) ১৯ শতকে রাশিয়ার সংস্কারকার্যের ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য কী?

(খ) জাপানের সংস্কার কার্যের নাম কী?

(গ) তুরস্কের সংস্কার কার্যকে কী বলা হত?

(ঘ) নিহিলিজম্ কী?

(ঙ) তরুণ-তুর্কী বিপ্লব কবে হয়েছিল?

(চ) পিটার দ্য গ্রেট কে ছিলেন?

(ছ) ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের রাজত্বকাল কবে?

(জ) যে কোন সংস্কার কাজের উদ্দেশ্য কী?

(ঝ) রাশিয়াতে একজন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের নাম লিখুন।

(ঞ) রাশিয়ার মৌল সমস্যা কত রকমের ছিল?

(ট) 'মুক্তিদাতা জার' কে?

(ঠ) তুর্গেনিয়েভ কে ছিলেন?

(ড) প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল কত বছরের ছিল?

(ঢ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কত বছর রাজত্ব করেন?

(ণ) কোন জারকে হত্যা করা হয়।

(ত) ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময়ে কোন জার রাশিয়ায় রাজত্ব করতেন?

(থ) কোন জারকে 'চরম স্বৈরাচারের অবতার' বলা হয়েছে?

(দ) 'মুকুটপড়া ড্রিল সার্জেন্ট' কে ছিলেন?

(ধ) কোন জারকে 'নিবিষ্ট দেশব্রতী রুশ' বলা হয়েছে?

(ন) ভূমিদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র কবে স্বাক্ষরিত হয়?

(প) ১৮৮২ সালে কী হয়েছিল?

(ফ) ভলটেয়ার ও দিদেরো কে ছিলেন?

(ব) রাশিয়াতে জুরি দ্বারা বিচার কে চালু করেছিলেন?

(ভ) ভূমিস্বত্ত্ব বিলোপের পর কৃষকরা কী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল?

(ম) ঐতিহাসিক ওয়ালেস-এর গ্রন্থের নাম কী?

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

(ক) রাশিয়াতে রাষ্ট্র সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিল _____।

(খ) উনিশ শতকে জাপানের _____ _____ বিখ্যাত।

(গ) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের _____ _____ বিখ্যাত।

(ঘ) আমেরিকাতে দাস ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(ঙ) রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(চ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে _____ জার বলা হয়।

(ছ) ১৮৮১ সালে বোমা বিস্ফোরণে জার _____ _____ মৃত্যু হয়।

(জ) ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তিসূচক প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল _____ সালে।

(ঝ) ঔপন্যাসিক তুর্গেনিয়েভের গ্রন্থের নাম _____ _____।

(ঞ) ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার কৃষিকাজে কোন _____ আনেনি।

(ট) প্রথম নিকোলাসের কাছে _____ বা _____ কোন মূল্য ছিল না।

(ঠ) ইউরোপের দুটি বড় বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য হল রুশ সাম্রাজ্য ও _____ _____ _____।

(ড) রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে যে বিপ্লব হয়েছিল তার নাম _____ বিপ্লব।

(ঢ) ইংল্যান্ডে ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(ণ) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের _____ _____ ইতিহাস-বিখ্যাত।

২(ক).১৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. E. Lipson *Europe in the 19th and 20th Century.*
2. David Thompson *Europe since Napoleon.*
3. S. Reed Breett *Modern Europe 1789-1939.*
4. C. D. Hazen *Modern Europe upto 1945.*
5. *Cambridge Modern History*, Vol X, Chapt VIII.
6. Professor W. Alison Phillips, *Poland.*
7. Donald Mackenzie Wallace, *Russia.*
8. D. M. Ketelbey *A History of Modern Times from 1789 to the Present Day.*
9. H. Seton-Watson *The Decline Of Imperial Russia, 1855-1914.*
10. Jaques Droz *Europe between Revolutions 1815-1848.*

11. L. C. B. Seaman *From Vienna to Verrasilles, Ch. V. "The Crimean War-Causes and Consequences"*.

12. M. V. Neckina *History of the USSR, Vol II, Russia in the Nineteenth Century.*

13. M. T. Florinstay Russia, *A History and Interpretation.*

14. B. Pases *A History of Russia.*

15. B. H. Sumner *Survey of Russian History.*

16. P. I. Lyaschenko *History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution.*